Published on: Feb, 09 2023 16:49

Sanatan Dharma

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি কে?

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি কে?

ভগবানের হাতে যে বাঁশি ছিল সেটা কোন সামান্য বাঁশি নয়, এটা স্বয়ং মা সরস্বতী।
মা সরস্বতী কৃষ্ণের অধরামৃত পান করবো বলে 10 হাজার বছর ধরে মা সরস্বতী
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কেঁদে ছিলেন এবং কঠোর তপস্যা করেছিলেন। মা সরস্বতীর তপস্থায় খুশি হয়ে কৃষ্ণ খুশি হয়ে দেখা দিয়ে বললেন---------,

সরস্বতী! বল তুমি কি চাও? আমি তোমাকে তাই দিব।

সরস্বতী হাতজোড় করে বলছিল! হে কৃষ্ণচন্দ্র তোমার অধরে কত সুধা রয়েছে, সেটা আমার জানা হলো না। কিন্তু আমি বিদ্যার ভাণ্ডার, বুদ্ধির ভান্ডার, তুমি যে কৃষ্ণ প্রেমো ধন। তোমার প্রেমের ভান্ডারে কত সুধামৃত আছে সেটা আমি পেলাম না। তাই আমি শুধু তোমার অধর সুধা পান করতে চাই।

Published on: Feb, 09 2023 16:49

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীকে বলেছিলেন----

আমার অধরামৃতের অধিকার একমাত্র রাধারানীর। তাও আমি তোমাকে কথা দিলাম,
10 হাজার বছর ধরে যখন কেঁদে কেঁদে কঠোর তপস্যা করে আমাকে ডাকলে—-আমি তোমাকে অধরামৃত পান করাবো। যখন বৃহস্পতির যজ্ঞ থেকে তুমি বাঁশ রূপ ধারণ করে অংশ অবতার রূপে তুমি অবতীর্ণ হবে। আর সেই বাঁশ 25 পর্ব হবে। সেই 25 পর্ব থেকে 9 পর্ব দিয়ে বিষ্ণুর ধনুক হবে। 7 পর্ব দিয়ে শিবের ধনুক। 5 পর্ব দিয়ে রামের ধনুক। 3 পর্ব দিয়ে অর্জুনের ধনুক। আর 1পর্ব বাকি থাকবে তাকে আমি তিনটি টুকরো করব এবং তিনটি বাঁশি (1.বেনু, 2.বংশী, 3.মুরলী) বানাবো আর সরস্বতী তুমি বাঁশি রূপ ধারণ করে আমার হাতে থাকবে। আমি তোমাকে হাতে ধরে আমার ঠোঁটে ঠেকিয়ে তোমাকে অধরামৃত পান করাবো।।লোকে জানবে বাঁশি কিন্তু আমি জানব তুমি স্বয়ং সরস্বতী।

বাঁশি কত প্রকার ও কি কি?-------- বাঁশি 3 প্রকার— 1.বেনু, 2.বংশী, 3.মুরলী।